টুসু গড়তে গড়তেই আলামপুরের অরুণ এখন দুর্গাপুজোর থিমমেকার

সমীর মাহাত, ঝাড়গ্রাম ঃ ছোট বেলায় টুসু বানানোর হাত ধরে ঝাড়গ্রামের অরুণ আজকে নিজেই থিম দুর্গার কারিগর। অরুণ দাসের বাড়ি ঝাড়গ্রামের জামবনি ব্লকের আলামপুর গ্রামে। বাবা ছিলেন প্রতিবন্ধী। মাধ্যমিক সফল না হওয়ায় পড়াশোনা ছেড়ে বাড়িতে বসেই মাটির টুসু তৈরির কাজে মন দেন তিনি। চাষ আবাদের জমিও কম। ১৭ বছর ধরে ভাস্কর্য শিল্পে তিনি ক্রমশ নিপুণ হয়ে ওঠেন। নিজস্ব থিমে ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ সংলগ্ন 'অরণ্য সংঘ'-এ পাঁচ বছর তিনিই দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন। এ বছর এই পুজো মন্ডপের থিম বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'। এর আগে তাঁর বৃহৎ নীল সরস্বতী নির্মাণ ঝাড়গ্রাম এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে ছিল। আসলে তাঁর কোনও শিক্ষা গুরু নেই। তাহলে এই প্রতিভার উৎস কি? তাঁর পরিবারের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, অরুণবাবুর জ্যাঠামশাই ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার। আত্মীয়স্বজনদের মতে, এই শিল্প কলা তাঁদের নাড়ির টান। ভাস্কর্য হিসেবে গিধনীতে তিনি প্রতিমার মূর্তি বানিয়েছেন। বাড়িতে বহু মণীষীদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছেন। জঙ্গলমহলের কোনও মেলায় সেগুলি প্রদর্শিত করবেন। অরুণবাবু সাক্ষাৎকারে জানান, পাঁচ বছর ধরে এখানে দুর্গা প্রতিম তৈরির সুযোগ কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন। থিমের ভাবনাও আমার নিজস্ব। এ বছর বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের দেড়'শ বছর পূর্ণ হচ্ছে, তাই থিম রেখেছি বর্ণপরিচয়। থিমের প্রতিযোগিতার বাজারে আশাকরি, আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। ভাস্কর্য শিল্পীদের জায়গা, সরকারি লোকপ্রসার প্রকল্পে আছে কিনা জানি না, আছে জানলে অবশ্যই আবেদন করতাম। মাটির মূর্তি বিক্রি বলতে, আগে গ্রামাঞ্চলে টুসু ছিল প্রধান। তাই টুসু বানানো ছিল আমার হাতেখড়ি।

ফের সবংয়ে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি, আতঙ্কে অধিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সবং ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে হঠাৎ ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে দাঁদরা ৩নং অঞ্চলের দন্ডরা গ্রামে। বাবলু নায়েকের পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে বাড়িতে রান্না করার সময় হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়িটি। বাড়িটির বয়স প্রায় ৩৫ বছর। এই ঘটনায় মারা যায় বাড়ির একটি গরু। একের পর এক বাড়ির দেওয়াল খসে পড়ায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারসহ এলাকাবাসী। এই ব্যাপারে দন্ডরা তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি কানাইলাল গুছাইত বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে।

কৃষকদের ফসল বিমা প্রকল্পের দুনীর্তি বন্ধে সমবায় দফতরের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ ২০১৫ ও ২০১৬ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসল বিমা যোজনা প্রকল্পের দুর্নীতি সহ নানা অংসগতি দূরীকরণে অবশেযে সমবায় দফতর এক নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাপকদের নাম, ঠিকানা, টাকার পরিমাণ উল্লেখযুক্ত তালিকা সমবায়গুলির শাখা অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে বলল। দফতরের এআরসিএস পূর্ব মেদিনীপুর ১ রেঞ্জ অফিসার হিরোজ মাইতি ওই তালিকার কপি পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে পাঠাতে বলেছেন। পাশাপাশি ঐ নির্দেশে যদি প্রাপকদের টাকার কোনও অংশ কেটে নেওয়া হয়ে থাকে তাও ফেরত দিতে বলা হয়েছে। ব্লকগুলির কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টরদের এবিষয়ে তদারকি করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে এআরসিএস-এর কাছে। কৃষি সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এআরসিএস-এর এই নির্দেশ কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বর্ষণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ধান, সব্জি, ফুল চাষের সাথে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বীমা কোম্পানী ৮৩ কোটি ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৩৮ টাকা পাঠায়। কিন্তু কোন চাষি কত টাকা পাবে তার কোনও তালিকা সমবায় বা ব্যাঙ্কগুলিতে টাঙানো হয়নি। শুধু তাই নয়, জেলা ব্লক বা পঞ্চায়েত কোনও প্রশাসনের কাছেও ঐ তালিকা পাঠানো হয়নি। এর ওপর ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ঐ টাকা থেকে সমবায়গুলি ৩ থেকে ২০ শতাংশ টাকা অনুদান সহ নানা অছিলায় কেটে নিয়েছিল। প্রাপকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সমবায়ের শাখা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক অফিসে টাঙানো সহ বীমা কোম্পানীর দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা কেটে নেওয়া টাকা ফেরৎ এবং ঐ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে কৃষক সংগ্রাম পরিষদ মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, কৃষি মন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলাশাসক পূর্ব মেদিনীপুর ড. রশ্মি কোমলের সাথে দেখা করে ডেপুটেশন দেয়। ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই সমবায় দফতরের এই নির্দেশ বলে সূত্রের খবর।

শারদ শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় এবং ঐকান্তিক সহযোগিতায় এগরা পৌর এলাকার পৌরবাসী জনসাধারণকে নিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নে এগিয়ে চলেছে এগরা পৌরসভা।

সমগ্র পৌরবাসী জনগণকে শারদীয়া দুর্গাপূজার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

শ্রী শঙ্কর বেরা
পৌরপ্রধান,
এগরা পৌরসংস্থা

শারদ শুভেচ্ছা

সৌজন্যে ঃ-

পশ্চিম আগরাঞ্চ্যা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র

আগরাঞ্চ্যা, কালসী, পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রধান শিক্ষক - অজয় কুমার শাসমল,
স্কুল পরিচালক মণ্ডলী,
সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
২০১৮

ক্যুইজে চ্যাম্পিয়নদের ঘিরে উচ্ছ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ অখন্ড মেদিনীপুরের তিন জেলা তথা পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত বালিকাদের আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া গালর্স হাইস্কুলের সুপ্তি ঘোড়াই ও সায়ন্তিকা কর। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর হলে ৭৫টি টিম নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হয়। শুক্রবার বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভায় ছাত্রীরা এবং স্টাফরুমে শিক্ষিকারা এই দুই চ্যাম্পিয়ানকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে পড়েন। ছাত্রীদের এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা বলাকা মন্ডল, ছাত্রীদের মেন্টর শিক্ষিকা ঋকা পাল জানা, শিক্ষিকা প্রতিমা মাইতি-সহ সমস্ত শিক্ষিকাগণ। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, চ্যাম্পিয়নদের পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয় মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠ এবং তৃতীয় হয় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ গালর্স হাইস্কুল। খুশি এই দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা যথাক্রমে প্রসূনকুমার পড়িয়া ও স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দুই স্কুলের সমস্ত কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

১৩০ বছরে সুতাহাটা থানা এলাকার রায় প্রামানিক পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ সুতাহাটা থানা এলাকায় পার্বতীপুরের এই রায় প্রামানিক পরিবারের পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে দেবী দুর্গা দশভূজা হিসেবে একচালা প্রতিমায় পূজিতা হন। বাংলার ১২৯২ সালে রায় প্রামানিক বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু করেন তৎকালীন পরিবারের সদস্য রাজা লক্ষ্মণচন্দ্র রায় প্রামানিক। তাঁদের বাণিজ্য চলত হুগলি নদীর থেকে গঙ্গায় নৌকা করে। পুজো হতো তন্ত্র মতে। উনিশ শতকে বংশ পরম্পরায় পুজোর দায়িত্ব আসে বংশের প্রায় ৬০ জন বংশধরের হাতে। এখানে সন্ধি পুজোয় বন্দুক থেকে গোলা ফাটানো হয়। আগে একদিন পংক্তি ভোজের আয়োজন হতো, কিন্তু এখন পুজোর চারদিন পরিবারের সবাই এবং আত্মীয়স্বজন মিলে প্রায় চারশো মানুষ একসাথে ভোজন করেন। পুজোর রীতি স্বরূপ এখনো প্রতি বছর জন্মাষ্টমীতে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজো করা হয় এবং দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের পর আবার কাঠামো এনে রাখা হয় ঠাকুর দালানে। সেই কাঠামোতেই তৈরি হয় পরের বছরের প্রতিমা। বছরের সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মায়ের আরাধনার এই চারদিন। এখনো ঐতিহ্য মন্ডিত রায় প্রামানিকের বাড়ি বনেদিয়ানার নির্দশন বহন করছে।

কেশিয়াড়ি থানার কলাবনীতে লরির পিছনে লরির ধাক্কা ঃ আহত ৪

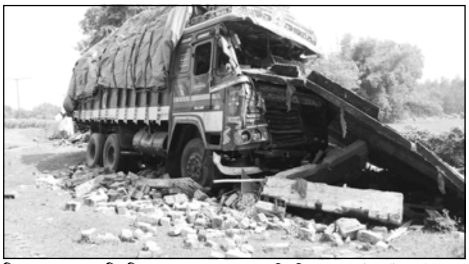

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ মাল বোঝাই লরির পিছনে ধাক্কায় আহত হলেন চারজন। কেশিয়াড়ি থানার কলাবনীতে ৬০ নং জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, শুক্রবার মাঝরাতে ওড়িশাগামী আলু বোঝাই লরি সামনে থাকা অপর একটি মাল বোঝাই লরির পিছনে ধাক্কা মারে। মাল বোঝাই লরিটি সড়কের ধারে নেমে একটি ক্লাব ঘর ও একটি দোকান ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আলু বোঝাই লরিটি অন্য লেনে চলে আসে। দুর্ঘটনায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় রাত থেকে কালবনী এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে শনিবার সকাল পর্যন্ত। আহতদের উদ্ধার করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েত

এগরা ২ পঞ্চায়েত সমিতি
পোঃ- কেউটগেরিয়া, জেলাঃ- পূর্ব মেদিনীপুর

শারদ শুভেচ্ছা

আমাদের সাফল্য ঃ—

পানীয় জলের ৫৬টি সাবমার্সিবল,
পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪০ কিমি ঢালাই রাস্তা,
প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় ১৫ কিমি রাস্তা নির্মাণ,
সোলার সাব-মারসিবিল—২টি,
নতুন ICDS গৃহ নির্মাণ - ৯টি,
ও নির্মল গ্রাম

আমাদের অঙ্গিকার ঃ—

সামাজিক সুরক্ষা, ন্যায় বিচার। প্রতিটি পরিবারের শৌচালয়ের ব্যবস্থা।
বিদ্যুতায়ন, স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন ।
মিড-ডে-মিল চালু রেখে শিশু শিক্ষা অধিকার সু-নিশ্চিতকরণ।
বনসৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন গৃহ নির্মাণ।

ধন্যবাদান্তে —

শ্রী অলোক মহাপাত্র
উপপ্রধান
দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতী স্নেহলতা বর
প্রধান
দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েত